সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীবাস-ভবনে নিত্যানন্দের অবস্থান, মালিনীর বাৎসল্যভাবে নিত্যানন্দ-সেবা, মহাপ্রভুর 'পুণ্ডরীক' নাম লইয়া ক্রন্দন, গদাধর ও মুকুন্দের বিদ্যানিধি-সমীপে গমন, বিদ্যানিধির ভোগবিলাস-দর্শনে গদাধরের সংশয়, গদাধরের চিত্তজ্ঞাতা মুকুন্দের ভাগবত-শ্লোকোচ্চারণ ফলে পুণ্ডরীকের প্রেমবিকার, গদাধরের বৈষ্ণবাপরাধ-ক্ষালনলীলা-প্রকাশার্থ বিদ্যানিধির নিকটে দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তাব ও পুণ্ডরীকের তৎসম্মতি প্রভৃতি বর্ণিত আছে।

প্রকট শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীবাসের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার তৎকালে নিরন্তর বাল্যভাবপ্রযুক্ত মালিনীদেবী নিজ পুত্রভাবে নিত্যানন্দের সেবা করিতেন। একদিন মহাপ্রভু প্রিয়পার্ষদ 'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি'র নাম লইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভক্তগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করায় প্রভু বিদ্যানিধির পরিচয়-প্রদান করিয়া অবিলম্বেই শ্রীমায়াপুরে বিদ্যানিধির আগমন সংঘটিত হইবে, জানাইলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আগমন-পূর্বক পরমভোগীর লীলা অভিনয়পূর্বক গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণের মধ্যে মাত্র ভক্তশ্রেষ্ঠ মুকুন্দ চট্টগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ায় তিনি বিদ্যানিধির তত্ত্ব অবগত ছিলেন। মহাপ্রভু অন্তর্যামিসূত্রে তদীয় আগমন পরিজ্ঞাত হইয়া আনন্দিত হইলেন, কিন্তু কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন না। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সমুদয় মহিমা বাসুদেব ও মুকুন্দ জ্ঞাত ছিলেন। একদিন মুকুন্দ গদাধরকে এক অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাইবার কথা জানাইয়া গদাধরের সহিত বিদ্যানিধির নিকট গমন করিলে, বিদ্যানিধি গদাধরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দ গদাধরের পরিচয় প্রদান করিলে, বিদ্যানিধি পরম সন্তোষে তৎসহ আলাপ করিতে লাগিলেন। দিব্যখট্টার উপরে উপবিষ্ট বিদ্যানিধির বিষয়ীর ন্যায় তাম্বুল-চর্বণাদি ব্যবহার দর্শন করিয়া আজন্মবিরক্ত গদাধর তৎপ্রতি কিছু সংশয়যুক্ত হইলে গদাধর-চিত্তপরিজ্ঞাতা মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসূচক শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিলেন। তাহা শ্রবণমাত্র পুণ্ডরীক নিজেকে সংবরণ করিতে পারিলেন না। প্রেমাবেশে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার বিবিধ সাত্ত্বিকভাব-প্রকাশ পাইতে লাগিল। পদাঘাতে তথাকার যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। গদাধর বিদ্যানিধির অদ্ভুত প্রভাব দর্শন করিয়া তৎপ্রতি নিজ অবজ্ঞা-ভাবের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে থাকিলেন এবং বিদ্যানিধির নিকটে দীক্ষা গ্রহণ-দ্বারা নিজ অপরাধ ক্ষালনের কথা মুকুন্দের নিকট প্রস্তাব করিলেন। মুকুন্দ গদাধরের অভিপ্রায় জানিয়া সানন্দে গদাধরের প্রশংসা করিলেন। দুই প্রহরকাল গত হইলে বিদ্যানিধির বাহ্য প্রাপ্তি হইল। তৎপ্রভাবদ্রষ্টা গদাধরের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ দেখিয়া বিদ্যানিধি তাঁহাকে নিজক্রোড়ে ধারণ করিলে গদাধর পরম সম্ভ্রম-সহকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মুকুন্দ গদাধরের অভিপ্রায় বিদ্যানিধি-সমীপে জ্ঞাপন করিলে বিদ্যানিধি পরমানন্দে তত্তুল্য শিষ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত নিজ ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া গদাধরকে দীক্ষা-প্রদানের শুভদিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। একদিন বিদ্যানিধি কিছু অধিক রাত্রিতে মহাপ্রভুর নিকট আগমন-পূর্বক প্রেমাতিশয্য-বশতঃ তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিতে না পারিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য পাইয়া হুঙ্কার-পূর্বক বিবিধ উক্তি-সহ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও নিজ প্রিয়তম ভক্তের দর্শনে তাঁহার নাম লইয়া ক্রন্দন এবং তাঁহাকে বক্ষে ধারণপূর্বক প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বাহ্য

পাইয়া সকল বৈষ্ণব-সঙ্গে বিদ্যানিধির মিলন করাইলেন এবং তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধির বাহ্যপ্রাপ্তি ঘটিলে তিনি মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করিয়া বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন। বিদ্যানিধির প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ নিজ অপরাধ-ক্ষালনার্থ গদাধর তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত মহাপ্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করিলে, প্রভু সানন্দে তাহা অনুমোদন করিলেন। গদাধরও বিদ্যানিধির নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

নাচেরে চৈতন্য গুণনিধি।
অসাধনে চিন্তামণি হাতে দিল বিধি।।ধ্রু।।১।।

সগোষ্ঠী শ্রীগৌরসুন্দরের জয়ধ্বনি—

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্বপ্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমধাম।।২।।
জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-প্রাণধন।।৩।।

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-সহ বিবিধ রঙ্গ—

জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউক যত গৌরচন্দ্র-অনুচর।।৪।।
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায়।।৫।।
অদ্বৈত লইয়া সব বৈষ্ণবমণ্ডল।
মহা-নৃত্যগীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল।।৬।।

নিত্যানন্দের বাল্য-ভাবে শ্রীবাস-গৃহে অবস্থিতি ও মালিনীর বাৎসল্য-ভাবে নিত্যানন্দ-সেবা—

নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে।।৭।।
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্রপ্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায়।।৮।।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আখ্যান—

এবে শুন শ্রীবিদ্যানিধির আগমন।
'পুণ্ডরীক' নাম—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম।।৯।।
প্রাচ্যভূমি চাটিগ্রাম ধন্য করিবারে।
তথা তানে অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে।।১০।।

পুণ্ডরীকের জন্য মহাপ্রভুর উৎকণ্ঠা—

নবদ্বীপে করিলেন ঈশ্বর প্রকাশ।
বিদ্যানিধি না দেখিয়া ছাড়ে ঘনশ্বাস।।১১।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

যে মণি মানবের চিন্তিত ফলদানে সমর্থ, তাহাকে 'চিন্তামণি' বলে। শ্রীচৈতন্যদেব—সর্বসদ্‌গুণ-সমূদ্রের প্রধানতম রত্ন। তাঁহার অদ্ভুত বিক্রমসকল কলা-বিদ্যা কুশল নর্তকের নৃত্যসদৃশ। আমি সাধন-বিষয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ ও অযোগ্য। বিধাতা আমাকে অযোগ্য জানিয়াও আমার হস্তে সেই দুর্লভ বস্তু সাধন ব্যতীতই প্রদান করিয়াছেন।।১।।

শ্রীগৌরসুন্দরের সর্বপ্রাণীর মূল প্রাণ। তিনি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—প্রভুদ্বয়ের একমাত্র প্রীতিভাজন আশ্রয়। সেই শ্রীচৈতন্যদেবের পুনঃ পুনঃ জয় হউক।।২।।

সমাজে দুইপ্রকার লোকের বাস,—বিষ্ণুভক্তিপরায়ণগণের সমাজ 'বৈষ্ণব-মণ্ডল' (দৈবসমাজ)-নামে প্রসিদ্ধ, আর বিষ্ণুভক্তি-বর্জিত বহু দেবযাজি-সম্প্রদায় 'অবৈষ্ণবমণ্ডল' (আসুর সমাজ)-নামে প্রসিদ্ধ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সেই বৈষ্ণব-সমাজের অধিপতি ছিলেন। ''দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ।।'' (—পদ্মপুরাণ)।

বদ্ধজীবগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে কোলাহল করিয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণসেবনোদ্দেশে প্রচুর নৃত্য-গীত করিয়া স্ব-স্ব-সেবা-বৃত্তিগত উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করেন।।৬।।

শিশুবালকগণের স্বহস্তে অন্নাদি গ্রহণ করিতে অসমর্থতা নিবন্ধন তাহাদের জননী যেরূপ শিশুকে প্রয়োজনীয় ভোজ্যদ্রব্যাদি ভোজন করাইয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীবাসপত্নী মালিনীও নিত্যানন্দ প্রভুকে বাৎসল্য-রসে সেবা করিতে গিয়া স্বহস্তে ভোজন করাইতেন।।৮।।

নৃত্য করি' উঠিয়া বসিলা গৌর-রায়।
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি' কান্দে উভরায়।।১২।।
"পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে।
কবে তোমা' দেখিব আরে রে বাপরে।।"১৩।।
হেন চৈতন্যের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
হেন সব ভক্ত প্রকাশিলা গৌরনিধি।।১৪।।
প্রভু যে ক্রন্দন করে তান নাম লইয়া।
ভক্ত সব কেহ কিছু না বুঝেন ইহা।।১৫।।

সকলেরই 'পুণ্ডরীক' অর্থে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান; 'বিদ্যানিধি'-পদ তাহাতে যুক্ত থাকায় কোন প্রিয় ভক্ত বলিয়া অনুমান—

সবে বলে 'পুণ্ডরীক' বলেন কৃষ্ণেরে।
'বিদ্যানিধি'-নাম শুনি' সবেই বিচারে।।১৬।।
'কোন প্রিয়-ভক্ত' ইহা সবে বুঝিলেন।
বাহ্য হৈলে প্রভু-স্থানে সবে বলিলেন।।১৭।।
"কোন ভক্ত লাগি' প্রভু করহ ক্রন্দন?
সত্য আমা'-সবা'-প্রতি করহ কথন।।১৮।।
আমা'-সবার ভাগ্য হউক তানে জানি।
তাঁ'র জন্ম-কর্ম কোথা? কহ প্রভু শুনি।।"১৯।।

প্রভু-কর্তৃক বিদ্যানিধির পরিচয় বর্ণন—

প্রভু বলে,—"তোমরা সকলে ভাগ্যবান্।
শুনিতে হইল ইচ্ছা তাঁহার আখ্যান।।২০।।
পরম অদ্ভুত তাঁর সকল চরিত্র।
তাঁর নাম-শ্রবণেও সংসার পবিত্র।।২১।।

বিদ্যানিধির বিষয়ীর আবরণে মূঢ়জন-বঞ্চনা—

বিষয়ীর প্রায় তাঁ'র পরিচ্ছদ-সব।
চিনিতে না পারে কেহ, তিঁহো যে বৈষ্ণব।।২২।।

বিদ্যানিধির জন্মস্থান ও তাঁহার চরিত্র—

চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম-পণ্ডিত।
পরম-স্বধর্ম সর্ব-লোক-অপেক্ষিত।।২৩।।
কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধু-মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর।।২৪।।

বিদ্যানিধির গঙ্গা-ভক্তি—

গঙ্গাস্নান না করেন পদস্পর্শভয়ে।
গঙ্গা দরশন করে নিশার সময়ে।।২৫।।
গঙ্গায় যে-সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার।।২৬।।
এ সকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেকে দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্বথা।।২৭।।
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তা'ন।
দেবার্চন-পূর্বে করে গঙ্গাজল পান।।২৮।।
তবে সে করেন পূজা-আদি-নিত্য-কর্ম।
ইহা সর্ব-পণ্ডিতেরে বুঝায়েন ধর্ম।।২৯।।

'শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি'-নামক পণ্ডিত কৃষ্ণের অতীব প্রিয়ভক্ত ছিলেন।

বেদশাস্ত্রে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের কথা আছে। তদাশ্রিত ভক্ত 'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্বেভ্যঃ পাপ্মাভ্যঃ উদিত উদেতি হ বৈ সর্বেভ্যঃ পাপ্মাভ্যো য এবং বেদ।।" (—ছান্দোগ্যে ১।৬।৭)।

গৌড়দেশের সুদূর পূর্বপ্রান্তহিত চট্টগ্রাম প্রদেশের পবিত্রতা-বর্ধনের জন্য ভগবান্ তাঁহার প্রিয়ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে তথায় আবির্ভূত করাইয়াছিলেন। বিদ্যানিধির আবির্ভাবস্থান চট্টগ্রাম জেলায় হাটহাজারী থানার অন্তর্গত 'মেখল' গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ।।৯।।

যখন শ্রীমহাপ্রভু নবদ্বীপ-নগরে স্বীয় বৈকুণ্ঠ-লীলার ঐশ্বর্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির অভাব বোধ করিয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।।১১।।

পুণ্ডরীক ব্রজ-লীলায় শ্রীরাধিকার পিতা, তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের তাঁহার প্রতি পিতৃত্বারোপ।।১৩।।

গৌরসুন্দরের মুখে 'পুণ্ডরীক'-শব্দ শ্রবণে ভক্তগণ উহা 'কৃষ্ণ'-বাচক বলিয়া প্রথম মনে করিলেন, যেহেতু তৎকালে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন পরিচয় বোধ ছিল না।।১৬।।

চাটিগ্রাম ও নবদ্বীপ—উভয়ত্রই বিদ্যানিধির বাসস্থান—

চাটিগ্রামে আছেন, এথায়ও বাড়ী আছে।
আসিবেন সংপ্রতি, দেখিবা কিছু পাছে।।৩০।।

আকস্মিক-দর্শনে পুণ্ডরীককে 'বিষয়ি' প্রায় জ্ঞান—

তাঁরে ঝাট কেহই চিনিতে না পারিবা।
দেখিলে 'বিষয়ী' মাত্র জ্ঞান সে করিবা।।৩১।।

পুণ্ডরীকের অদর্শনে মহাপ্রভুর অস্বস্তি—

তাঁরে না দেখিয়া আমি স্বস্তি নাহি পাই।
সবে তাঁরে আকর্ষিয়া আনহ এথাই।।"৩২।।

কহি তাঁর কথা প্রভু আবিষ্ট হইলা।
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি' কান্দিতে লাগিলা।।৩৩।।

মহা উচ্চৈঃস্বরে প্রভু রোদন করেন।
তাঁহার ভক্তের তত্ত্ব তিঁহো সে জানেন।।৩৪।।

ভক্ততত্ত্ব চৈতন্য-গোসাঞি মাত্র জানে।
সেই ভক্ত জানে, যারে কহেন আপনে।।৩৫।।

মহাপ্রভুর বিদ্যানিধিকে নবদ্বীপে আকর্ষণ—

ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তাঁর প্রতি।
নবদ্বীপে আসিতে তাঁহার হৈল মতি।।৩৬।।

কৃষ্ণের লীলা বিষয়ীর আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-গম্য নহে। কৃষ্ণদাসগণও সময়ে সময়ে সেইরূপ অপরিচিত হইয়া বিষয়ের আবরণ প্রদর্শন-পূর্বক জগতের জীবকে বঞ্চনা করেন। সাধারণ ভোগদৃষ্টিসম্পন্ন মূঢ় বিচারকগণ কৃষ্ণকে অসৎ নায়ক মনে করিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়। কেহ বা কৃষ্ণকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জন্ম-মরণযুক্ত অবস্থান্তরগত নরবিশেষ মনে করিয়া তাঁহার পরিচয় পায় না। কৃষ্ণের ভক্তগণও অনেক সময় অযোগ্যজনের নয়নে আত্মস্বরূপ প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইয়া বিষয়ীর লীলাভিনয় প্রদর্শন করেন। বাহ্য বেশ দর্শন করিয়া যাহারা ভ্রান্ত হইবার যোগ্য, তাহাদের জন্য প্রচ্ছন্ন গৌরাবতারে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি আপনাকে বিষয়ীর সজ্জায় স্থাপন করিয়াছিলেন।।২২।।

তিনি সকল লোকের অপেক্ষার পাত্র ছিলেন। পণ্ডিত বলিয়া বিদ্যার্থিগণ তাঁহাকে সম্মান করিতেন। আভিজাত্যসম্পন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণকুল তাঁহার অপেক্ষা করিতেন। ধর্মপ্রাণ জনগণ তাঁহাকে পরম ধার্মিক জ্ঞানে তাঁহার নিকট ধর্ম শিক্ষা করিতেন।।২৩।।

ইতরজনগণ যেরূপ কৃষ্ণেতর বিষয়ে ভোগবুদ্ধি-প্রবণ হইয়া বিষয়ভোগে তৎপর, পুণ্ডরীক তদ্রূপ ছিলেন না। তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবাপর হইয়া অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত দেহে অবস্থান করিতেন।।২৪।।

কর্মকাণ্ডরত জনগণের ন্যায় তিনি পাপ-ক্ষালনের জন্য গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিতেন না। কিন্তু বিষ্ণুপাদোদকে তাঁহার অচলা শ্রদ্ধা ও মর্যাদা বোধ প্রবল থাকায় পাদস্পর্শভয়ে স্নান না করিলেও নিশাকালে জনসাধারণের অসমক্ষে শ্রীগঙ্গা-দর্শন করিতেন।।২৫।।

কুল্লোল----কুলি।।২৬।।

মর্যাদা-পথে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ গঙ্গাসলিলে অবগাহন স্নান করেন না, কেবলমাত্র গঙ্গোদক শিরে ধারণ করিয়া আত্ম-পবিত্রতা সাধন করেন। বৈষ্ণববিদ্বেষী জনগণ গঙ্গাবারিকে বিষ্ণু-পাদোদক জানিয়া, অথবা অজ্ঞাতসারে, সেই গঙ্গ জলে আচমন, মুখ-প্রক্ষালন ও দন্ত-ধাবনাদি করেন। ভক্তবর পুণ্ডরীকের বিষ্ণু-ভক্তি প্রবলা থাকায় তিনি অবৈষ্ণবগণের এইরূপ আচরণে ব্যথিত হইতেন। তজ্জন্য রাত্রিকালে লোকচক্ষের অন্তরালে গঙ্গা-দর্শন ও চিন্ময়-সলিলের সম্মান করিতে তাঁহার বিরাগ ছিল না।।২৭।।

সাধারণ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি স্ব-স্ব-পাপক্ষালনের জন্য গঙ্গায় অবগাহনাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু পুণ্ডরীক সেইসকল মূর্খজনকে গঙ্গা-মহিমা বুঝাইবার জন্য স্বয়ং পূজার প্রারম্ভে গঙ্গাজল পান করিতেন। ভগবৎপূজার সুষ্ঠু বিধি-শিক্ষণ-কল্পে তাঁহার আচরণ অনেকের অনুসরণীয় ছিল।।২৯।।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিবাস চট্টগ্রামে হইলেও শ্রীমায়াপুরে তাঁহার একটী গঙ্গবাস-বাটী ছিল। তৎকালে গৌড়পুর নবদ্বীপ নগরে গৌড়দেশের যাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী আগমন করিয়া স্ব-স্ব-চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতেন।।৩০।।

অনেক সেবক-সঙ্গে অনেক সম্ভার।
অনেক ব্রাহ্মণ-সঙ্গে শিষ্য-ভক্ত তাঁর।।৩৭।।

পুণ্ডরীকের নবদ্বীপে গূঢ়ভাবে অবস্থান—

আসিয়া রহিলা নবদ্বীপে গূঢ়রূপে।
পরম ভোগীর প্রায় সর্বলোকে দেখে।।৩৮।।
বৈষ্ণবসমাজে ইহা কেহ নাহি জানে।
সবেমাত্র মুকুন্দ জানিলা সেইক্ষণে।।৩৯।।

একমাত্র মুকুন্দ–বিদ্যানিধির পরিচয়-জ্ঞাতা—

শ্রীমুকুন্দ বেজ ওঝা তাঁর তত্ত্ব জানে।
এক সঙ্গে মুকুন্দের জন্ম চাটিগ্রামে।।৪০।।

বিদ্যানিধির আগমনে প্রভুর আনন্দ এবং অন্যের নিকট তদাগমন গোপন—

বিদ্যানিধি-আগমন জানিয়া গোসাঞি।
যে আনন্দ হইল, তাহার অন্ত নাই।।৪১।।
কোন বৈষ্ণবেরে প্রভু না কহে ভাঙ্গিয়া।
পুণ্ডরীক আছেন বিষয়ি-প্রায় হৈয়া।।৪২।।

পুণ্ডরীকের প্রেমভক্তির মহত্ত্ব মুকুন্দ ও বাসুদেবের পরিজ্ঞাত—

যত কিছু তাঁর প্রেমভক্তির মহত্ত্ব।
মুকুন্দ জানেন, আর বাসুদেব দত্ত।।৪৩।।

মুকুন্দের গদাধর-সমীপে পুণ্ডরীক-বার্তা-জ্ঞাপন—

মুকুন্দের বড় প্রিয় পণ্ডিত গদাধর।
একান্ত মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে অনুচর।।৪৪।।
যথাকার যে বার্তা, কহেন আসি' সব।
"আজি এথা আইলা এক অদ্ভুত বৈষ্ণব।।৪৫।।
গদাধর পণ্ডিত, শুনহ সাবধানে।
বৈষ্ণব দেখিতে যে বাঞ্ছহ তুমি মনে।।৪৬।।
অদ্ভুত বৈষ্ণব আজি দেখাব তোমারে।
সেবক করিয়া যেন স্মরহ আমারে।।"৪৭।।

গদাধরের পুণ্ডরীক-দর্শনে যাত্রা—

শুনি' গদাধর বড় হরিষ হইলা।
সেইক্ষণে 'কৃষ্ণ' বলি' দেখিতে চলিলা।।৪৮।।

পুণ্ডরীক-দর্শনে গদাধরের প্রণিপাত এবং পুণ্ডরীক-কর্তৃক গদাধরের সম্মান—

বসিয়া আছেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
সম্মুখে হইল গদাধরের বিজয়।।৪৯।।
গদাধর পণ্ডিত করিলা নমস্কার।
বসাইলা আসনে করিয়া পুরস্কার।।৫০।।

পুণ্ডরীকের মুকুন্দ-সমীপে গদাধর-পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

জিজ্ঞাসিলা বিদ্যানিধি মুকুন্দের স্থানে।
"কিবা নাম ইঁহার, থাকেন কোন্ গ্রামে? ৫১।।
বিষ্ণুভক্তি-তেজোময় দেখি কলেবর।
আকৃতি, প্রকৃতি—দুই পরম সুন্দর।।"৫২।।

মুকুন্দ-কর্তৃক গদাধরের পরিচয়-প্রদান—

মুকুন্দ বলেন,—'শ্রীগদাধর' নাম।
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান্।।৫৩।।

ভগবদাকর্ষণে পুণ্ডরীক তাঁহার শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপের বাড়ীতে অনেকের অজ্ঞাতসারে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যাঁহারা তাঁহার প্রকৃত সান্নিধ্যলাভে অসমর্থ হইলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে 'ভোগী, বিষয়ী' বলিয়া ভ্রান্ত হইলেন । আচার্য-বৈষ্ণবগুরুর ঐশ্বর্য ও ভগবৎসেবার প্রকার বুঝিতে না পারিয়া নিজ-সদৃশ-জ্ঞানে মূঢ়জনের যেরূপ ভ্রম হয়, এস্থলে তদ্রূপ ভ্রান্তি হওয়া কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে।।৩৮।।

বৈষ্ণবগণ কেহই পুণ্ডরীকের বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবে তখন পর্যন্ত অবগত ছিলেন না। কেবলমাত্র চট্টগ্রামনিবাসী বৈদ্য-উপাধ্যায় মুকুন্দ দত্ত তাঁহার কথা জানিতেন।।৪০।।

বিদ্যানিধির শ্রীধাম মায়াপুরে আগমনের বিষয় অবগত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর অপার আনন্দ লাভ করিলেন; কিন্তু তাঁহার অনুগত বৈষ্ণবগণের কাহাকেও পুণ্ডরীকের আগমন বৃত্তান্ত জানাইলেন না। সুতরাং বৈষ্ণবগণ পুণ্ডরীককে বিষয়ীর অন্যতম জানিয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হন নাই।।৪২।।

পুণ্ডরীকের প্রগাঢ় প্রেমসেবা-মহিমা বৈদ্য-উপাধ্যায় মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্তঠাকুর জানিতেন।।৪৩।।

'মাধব মিশ্রের পুত্র' কহি ব্যবহারে।
সকল বৈষ্ণব প্রীতি বাসেন ইঁহারে।।৫৪।।
ভক্তিপথে রত, সঙ্গ ভক্তের সহিতে।
শুনিয়া তোমার নাম আইলা দেখিতে।।''৫৫।।

গদাধরের পরিচয়-লাভে বিদ্যানিধির হর্ষ—

শুনি' বিদ্যানিধি বড় সন্তোষ হইলা।
পরম গৌরবে সম্ভাষিবারে লাগিলা।।৫৬।।

বহিরঙ্গজন-বঞ্চনাহেতু বিদ্যানিধির বিলাসিতা প্রদর্শন—

বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক-মহাশয়।
রাজপুত্র হেন করিয়াছেন বিজয়।।৫৭।।
দিব্য-খট্টা হিঙ্গুলে, পিতলে শোভা করে।
দিব্য-চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে।।৫৮।।
তহিঁ দিব্য-শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্ম-বাসে।
পট্ট-নেত-বালিশ শোভয়ে চারি পাশে।।৫৯।।
বড় ঝারি, ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত।
দিব্য-পিতলের বাটা, পাকা পান তা'ত।।৬০।।
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে।
পান খাঞা অধর দেখি' দেখি' হাসে।।৬১।।
দিব্য-ময়ূরের পাখা লই' দুই জনে।
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্বক্ষণে।।৬২।।
চন্দনের ঊর্ধ্বপুণ্ড্র-তিলক কপালে।
গন্ধের সহিত তথি ফাগুবিন্দু মিলে।।৬৩।।
কি কহিব সে বা কেশভারের সংস্কার।
দিব্য-গন্ধ আমলকী বহি নাহি আর।।৬৪।।
ভক্তির প্রভাবে দেহ—মদন-সমান।
যে না চিনে, তার হয় রাজপুত্র-জ্ঞান।।৬৫।।
সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহবান্।
বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার-সংস্থান।।৬৬।।

পুণ্ডরীকের বাহ্য বিষয়িরূপ-দর্শনে আজন্মবিরক্ত গদাধরের সন্দেহ—

দেখিয়া বিষয়ি-রূপ দেব গদাধর।
সন্দেহ বিশেষ কিছু জন্মিল অন্তর।।৬৭।।
আজন্ম-বিরক্ত গদাধর মহাশয়।
বিদ্যানিধি-প্রতি কিছু জন্মিল সংশয়।।৬৮।।
ভাল ত' বৈষ্ণব, সব বিষয়ীর বেশ।
দিব্যভোগ, দিব্যবাস, দিব্যগন্ধ কেশ।।৬৯।।

গদাধর পণ্ডিত মকুন্দের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। মুকুন্দ তাঁহার নিকট পুণ্ডরীকের আগমন-বার্তা নিবেদন করিয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মহাভাগবত-দর্শনের কৌতুহল বর্ধন করিলেন।।৪৬।।

যদি আমি তোমাকে এক লোকাতীত বৈষ্ণব মহাপুরুষের সঙ্গ করাই, তাহা হইলে তাহার বিনিময়স্বরূপ আমাকে তোমার 'ভৃত্য' বলিয়া স্মরণ করিও----ইহাই আমার পুরস্কার।।৪৭।।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীগদাধর-সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে মুকুন্দ বলিলেন,----ব্যবহারিক জগতে আধ্যক্ষিক জ্ঞানে ইনি মাধব মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র----আবাল্যবৈরাগ্যধর্মে অবস্থিত, (অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের আশ্রয়ে তাঁহার পরিচয় দিলেন) কিন্তু ইনি সকল বৈষ্ণবের প্রীতিভাজন।।৫৩-৫৪।।

দিব্য-খট্টা----সুন্দর উন্নত শয্যাধার। হিঙ্গুল----পারদবহুল মিশ্র খনিজ পদার্থবিশেষ, রঞ্জনদ্রব্যবিশেষ। পিতল----পিতলনির্মিত। চন্দ্রাতপ----চাঁদোয়া।।৫৮।।

পট্টনেত----রেশমীবস্ত্র। 'নেত' শব্দ----চলিত ভাষায় নেতা বা বস্ত্রখণ্ড। বালিশ----উপাধান।।৫৯।।

ঝারি----জলপাত্র, গাড়ু। পিতলের বাটা----তাম্বূল রাখিবার পাত্র। আলবাটি----পতোদ্গ্রাহ, পিক্দানি।।৬০।।

ফাগুবিন্দু----আবিরের লাল ফোঁটা।।৬৩।।

দিব্য-গন্ধ আমলকি----মাথাঘসার মশলা।।৬৪।।

দোলা সাহবান্----পাঠান্তরে দোলা সাহমান্ ও সবাহন----দোলা সাওয়ান্----সরঞ্জামযুক্ত দোলা। 'সাওয়ান্'-শব্দে বিছানাদি শয্যাদ্রব্য বুঝায়।।৬৬।।

শুনিয়া ত' ভাল ভক্তি আছিল ইহানে।
আছিলা যে ভক্তি, সেহ গেল দরশনে।।৭০।।

গদাধরের চিত্তজ্ঞাতা মুকুন্দ-কর্তৃক বিদ্যানিধির ভক্তি-মহিমা-প্রকাশারম্ভ—

বুঝি' গদাধর-চিত্ত শ্রীমুকুন্দানন্দ।
বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিলা আরম্ভ।।৭১।।

কৃষ্ণপ্রসাদে গদাধর সর্বজ্ঞাতা—

কৃষ্ণের প্রসাদে গদাধর-অগোচর।
কিছু নাহি অবেদ্য, কৃষ্ণ সে মায়াধর।।৭২।।

মুকুন্দ-কর্তৃক ভাগবত-শ্লোক পাঠ—

মুকুন্দ সুস্বর বড় কৃষ্ণের গায়ন।
পড়িলেন শ্লোক—ভক্তিমহিমা-বর্ণন।।৭৩।।
"রাক্ষসী পূতনা শিশু খাইতে নির্দয়া।
ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লইয়া।।৭৪।।
তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীব হেন দয়ালেরে।।"৭৫।।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।২৩)—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।।৭৬।।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৬।৩৫—

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্‌গতিম্।।৭৭।।

শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক-শ্রবণে পুণ্ডরীকের প্রেমবিকার ও মূর্ছা—

শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের বর্ণন।
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।।৭৮।।
নয়নে অপূর্ব বহে শ্রীআনন্দধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার।।৭৯।।
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
এককালে হইল সবার অবতার।।৮০।।
'বোল, বোল' বলি' মহা লাগিলা গর্জিতে।
স্থির হইতে না পারিলা, পড়িলা ভূমিতে।।৮১।।
লাথি আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার।
ভাঙ্গিল সকল, রক্ষা নাহি কারো আর।।৮২।।
কোথা গেল দিব্য বাটা, দিব্য গুয়া পান।
কোথা গেল ঝারি, যাতে করে জলপান।।৮৩।।
কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে।
প্রেমাবেশে দিব্যবস্ত্র চিরে দুই হাতে।।৮৪।।
কোথা গেল সে বা দিব্য-কেশের সংস্কার।
ধূলায় লোটা'য়ে করে ক্রন্দন অপার।।৮৫।।

গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী আকুমার ব্রহ্মচর্য ও বিলাস-সহচর বস্তু হইতে সর্বতোভাবে পৃথক্ অবস্থানকেই 'ধর্ম' বলিয়া জানিতেন। এক্ষণে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির এই সকল বিলাস-সহচর আস্বাব দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে, পুণ্ডরীক অতিবিলাসী হওয়ায় বিষ্ণুভক্তিবর্জিত আত্মেন্দ্রিয়-সেবাপর। মুকুন্দের নিকট পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির উত্তমা ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, বাহ্য-বিষয়-বিরাগযুক্ত ব্যক্তিরূপেই পুণ্ডরীককে দর্শন করিবেন। কিন্তু তাহার বিপরীত দেখিয়া তাঁহার পূর্বসঞ্চিত শ্রদ্ধার হানি হইল।।৭০।।

মুকুন্দ গদাধরের চিত্ত-বৈক্লব্য দেখিয়া বিদ্যানিধিকে তাঁহার নিকট সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিলেন।।৭১।।

কৃষ্ণ,---মায়াধীশ; তিনি মায়া প্রকাশ করিয়া সাধারণের বোধ বিলোপ করাইতে সমর্থ। সেই কৃষ্ণ গদাধরের প্রতি সর্বদা সুপ্রসন্ন। সুতরাং গদাধরের ভগবৎপ্রসাদে কিছুই অজানিত থাকিবে না।।৭২।।

যাঁহারা কোন ব্যক্তির অমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই উপদ্রুত ব্যক্তি উহা জানতে পারিলে তাঁহাদের প্রতিহিংসা করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। কৃষ্ণ তাঁহার সংহারচেষ্টা-কারিণী মাতৃমূর্তিতে সমাগতা পূতনাকেও মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা পূতনার ন্যায় কৃষ্ণাপরাধীকেও তাহার কৃতকর্মের সুফল লাভ করিতে দেখিয়া সেইরূপ কৃষ্ণানুগ্রহ প্রার্থনা করেন না, তাদৃশ জীবের জন্য গ্রন্থকার অনুতাপ করিতেছেন।।৭৫।।

''কৃষ্ণরে ঠাকুর মোর, কৃষ্ণ মোর প্রাণ।
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ-পাষাণ-সমান।।''৮৬।।
অনুতাপ করিয়া কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
''মুই সে বঞ্চিত হৈলুঁ হেন অবতারে।।''৮৭।।
মহা—গড়াগড়ি দিয়া যে পাড়ে আছাড়।
সবে মনে ভাবে,—''কিবা চূর্ণ হৈল হাড়।।''৮৮।।
হেন সে হইল কম্প ভাবের বিকারে।
দশ জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে।।৮৯।।
বস্ত্র, শয্যা, ঝারি, বাটী—সকল সম্ভার।
পদাঘাতে সব গেল কিছু নাহি আর।।৯০।।
সেবক-সকল যে করিল সম্বরণ।
সকল রহিল সেই ব্যবহার ধন।।৯১।।
এইমত কতক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া।
আনন্দে মূর্ছিত হই' থাকিলা পড়িয়া।।৯২।।
তিল-মাত্র ধাতু নাহি সকল-শরীরে।
ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দ-সাগরে।।৯৩।।

পুণ্ডরীকের প্রেম-দর্শনে গদাধরের বিস্ময় ও চিন্তা—

দেখি' গদাধর মহা হইলা বিস্মিত।
তখন সে মনে বড় হইলা চিন্তিত।।৯৪।।
''হেন মহাশয়ে আমি অবজ্ঞা করিলুঁ।
কোন্ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইলুঁ।।''৯৫।।

মুকুন্দ-সমীপে গদাধরের আত্মভাব-জ্ঞাপন—

মুকুন্দেরে পরম সন্তোষে করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দ-জলে।।৯৬।।
''মুকুন্দ, আমার তুমি কৈলে বন্ধুকার্য।
দেখাইলে ভক্ত বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য।।৯৭।।
এমত বৈষ্ণব কিবা আছে ত্রিভুবনে।
ত্রিলোক পবিত্র হয় ভক্তি-দরশনে।।৯৮।।
আজি আমি এড়াইনু পরম সঙ্কটে।
সেহো যে কারণ তুমি আছিলা নিকটে।।৯৯।।
বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উহান।
'বিষয়ী-বৈষ্ণব' মোর চিত্তে হৈলা জ্ঞান।।১০০।।
বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয়।
প্রকাশিলা পুণ্ডরীক-ভক্তির উদয়।।১০১।।
যতখানি আমি করিয়াছ অপরাধ।
ততখানি করাইবা চিত্তের প্রসাদ।।১০২।।
এ পথে প্রবিষ্ট যত, সব ভক্তগণে।
উপদেষ্টা অবশ্য করেন একজনে।।১০৩।।

অন্বয়। অহো (আশ্চর্যং) অসাধ্বী (দুষ্টা) বকী (পূতনা) জিঘাংসয়া (হন্তুমিচ্ছয়া) স্তনকালকূটং (স্তনে ম্রক্ষিতং বিষং) যং (শ্রীকৃষ্ণং) অপায়য়ৎ, অপি (তথাপি সা) ধাত্র্যুচিতাং (''অম্বিকা চ কিলিম্বা চ ধাত্রিকে স্তন্যদাত্রিকে'' ইতি দ্বে কৃষ্ণস্য ধাত্র্যৌ তদুচিতাং গোলোকে) গতিং লেভে (লব্ধবতী) ততঃ (তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ) অন্যং (অপরং) কং দয়ালুং শরণং ব্রজেম (গচ্ছেম কং বা ভজেম্ ইত্যর্থঃ)।।৭৬।।

অনুবাদ। অহো কি আশ্চর্য! বকাসুর-ভগিনী দুষ্টা পূতনা প্রাণবিনাশেচ্ছা-প্রণোদিতা হইয়া যাঁহাকে কালকূট মিশ্রিত স্তন পান করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্য (কৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী অম্বিকা-কিলিম্বার প্রাপ্য গোলোকে) গতি লাভ করিয়াছিল, সেই পরমদয়ালু কৃষ্ণ বিনা আর কাহারই বা শরণাপন্ন হইব?৭৬।।

অন্বয়। রুধিরাশনা (রক্তপায়িনী) লোকবালঘ্নী (জনানাং শিশুনাশিনী) রাক্ষসী পূতনা জিঘাংসয়া অপি (হননেচ্ছয়া অপি) হরয়ে (কৃষ্ণায়) স্তনং দত্ত্বা সদ্গতিং আপ (গোলোকগতিং প্রাপ)।।৭৭।।

অনুবাদ। রক্তপায়িনী লোক-শিশুঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা হনন করিবার ইচ্ছায়ও শ্রীকৃষ্ণকে স্তন দান করিয়া গোলোক-গতি লাভ করিয়াছিল।।৭৭।।

গায়ক-মুকুন্দের ভক্তিযোগ-মহিমা-কীর্তন শ্রবণ করিবামাত্র বিদ্যানিধি আনন্দ-পরিপ্লুত হইলেন এবং তাঁহাতে অকৃত্রিম অষ্টসাত্ত্বিক-বিকারসমূহ দৃষ্ট হইল।।৭৮-৮০।।

পুণ্ডরীকের নিকট দীক্ষাগ্রহণার্থ গদাধরের মুকুন্দ-সমীপে প্রস্তাব—

এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি।
ইহানেই স্থানে মন্ত্র-উপদেশ ধরি।।১০৪।।
ইহানে অবজ্ঞা যত করিয়াছি মনে।
শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে।।"১০৫।।
এত ভাবি' গদাধর মুকুন্দের স্থানে।
দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে।।১০৬।।

গদাধরের প্রস্তাবে মুকুন্দের সন্তোষ—

শুনিয়া মুকুন্দ বড় সন্তোষ হইলা।
'ভাল ভাল' বলি' বড় শ্লাঘিতে লাগিলা।।১০৭।।
প্রহর-দুইতে বিদ্যানিধি মহাধীর।
বাহ্য পাই' বসিলেন হইয়া সুস্থির।।১০৮।।

গদাধরের প্রেমাশ্রুমোচন—

গদাধর পণ্ডিতের নয়নের জল।
অন্ত নাহি, ধারা অঙ্গ তিতিল সকল।।১০৯।।

প্রীত বিদ্যানিধির গদাধরকে ক্রোড়ে ধারণ—

দেখিয়া সন্তোষ বিদ্যানিধি মহাশয়।
কোলে করি' থুইলেন আপন হৃদয়।।১১০।।

মুকুন্দ-কর্তৃক গদাধরের প্রস্তাব বিদ্যানিধিকে জ্ঞাপন—

পরম সম্ভ্রমে রহিলেন গদাধর।
মুকুন্দ কহেন তাঁর মনের উত্তর।।১১১।।
"ব্যবহার-ঠাকুরাল দেখিয়া তোমার।
পূর্বে কিছু চিত্ত-দোষ জন্মিল উহাঁর।।১১২।।
এবে তার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিলা আপনে।
মন্ত্রদীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে।।১১৩।।
বিষ্ণুভক্ত, বিরক্ত, শৈশবে বৃদ্ধরীত।
মাধব মিশ্রের কুলনন্দন-উচিত।।১১৪।।
শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর।
গুরু-শিষ্য যোগ্য পুণ্ডরীক-গদাধর।।১১৫।।
আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভদিনে।
নিজ ইষ্টমন্ত্র-দীক্ষা করাহ ইহানে।।"১১৬।।

গদাধরকে দীক্ষা-প্রদানে বিদ্যানিধির সম্মতি—

শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
আমারে ত' মহারত্ন মিলাইলা বিধি।।১১৭।।
করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
বহু জন্ম-ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই।।১১৮।।
এই যে আইসে শুক্ল-পক্ষের দ্বাদশী।
সর্ব-শুভলগ্ন ইথি মিলিবেক আসি'।।১১৯।।
ইহাতে সংকল্প-সিদ্ধি হইবে তোমার।
শুনি' গদাধর হর্ষে হৈলা নমস্কার।।১২০।।

বিদ্যানিধির আগমন-সংবাদে মহাপ্রভুর হর্ষ—

সেদিন মুকুন্দ-সঙ্গে হইয়া বিদায়।
আইলেন গদাধর যথা গৌর-রায়।।১২১।।

গদাধর পণ্ডিত বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিলাসোপকরণ ও তাঁহার ভোগনৈপুণ্য-দর্শনে তাঁহাতে ভগবদ্ভক্তির অভাব আছে মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু পূতনার প্রতি কৃষ্ণানুগ্রহকথা মুকুন্দের মুখে গীত হইতে শুনিয়া বিদ্যানিধির যেরূপ আঙ্গিক বিকার-সমূহ ও বিলাসোপকরণসমূহের প্রতি ঔদাসীন্য দর্শন করিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময় উৎপন্ন হইল।

সাধারণ মূঢ় ব্যক্তিগণ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদিতে কিপ্রকার অভিনিবিষ্ট এবং বিদ্যানিধি মহাশয় ঐ সকল বিষয়ে কি প্রকার নিস্পৃহ হইয়া তত্তদ্বস্তুর সান্নিধ্যেও আপনাকে উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট না করিয়া অন্তঃস্থিত প্রবৃত্তিবলে কৃষ্ণসেবায় উদ্গ্রীব, তাহা সন্দর্শন-পূর্বক গদাধরের বিস্ময়াতিশয্য হইল এবং তিনি এরূপ মহাভাগবতকে সাধারণ বিলাসিপুরুষ-সাম্যে বিচার করায় তাঁহার বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে ভাবিয়া চিন্তাযুক্ত হইলেন।।৯৪-৯৫।।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-প্রকৃত প্রস্তাবে 'ভক্তি-বিদ্যানিধি'। সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে 'বিদ্যানিধি'ই বলে। তাদৃশ ভক্তি-বিদ্যানিধির স্বরূপোপলব্ধি হইলে গদাধর জড়বিচারপর মূর্খগণের দর্শনের সহিত ভক্তের দৃষ্টির পার্থক্য প্রদর্শন করিলেন। ভগবদ্ভক্তের নির্দেশের প্রতি যাঁহাদের আস্থা নাই, তাঁহারা অনেক সময় অভক্তজনোচিত আদর্শকে ভক্তগণের ক্রিয়ার সহিত সমান জ্ঞান করেন।

বিদ্যানিধি আগমন শুনি' বিশ্বম্ভর।
অনন্ত হরিষ প্রভু হইল অন্তর।।১২২।।

বিদ্যানিধির মহাপ্রভু-সমীপে গোপনে আগমন এবং প্রভু-দর্শনে মূর্চ্ছা—

বিদ্যানিধি মহাশয় অলক্ষিত-রূপে।
রাত্রি করি' আইলেন প্রভুর সমীপে।।১২৩।।
সর্ব-সঙ্গ ছাড়ি' একেশ্বর-মাত্র হৈয়া।
প্রভু দেখি' মাত্র পড়িলেন মূর্চ্ছা হৈয়া।।১২৪।।
দণ্ডবৎ প্রভুরে না পারিলা করিতে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে।।১২৫।।

প্রেমাবেশে পুণ্ডরীকের হুঙ্কার ও ক্রন্দন—

ক্ষণেকে চৈতন্য পাই' করিলা হুঙ্কার।
কান্দে পুনঃ আপনাকে করিয়া ধিক্কার।।১২৬।।
"কৃষ্ণরে, পরাণ মোর, কৃষ্ণ, মোর বাপ।
মুঞি অপরাধীরে কতেক দেহ' তাপ।।১২৭।।
সর্ব জগতের বাপ, উদ্ধার করিলা।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলা।।"১২৮।।

বিদ্যানিধির ক্রন্দনে বৈষ্ণবগণের অশ্রুপাত—

'বিদ্যানিধি'-হেন কোন বৈষ্ণব না চিনে।
সবেই কান্দেন-মাত্র তাঁহার ক্রন্দনে।।১২৯।।

মহাপ্রভুর বিদ্যানিধিকে ক্রোড়ে ধারণ—

নিজ প্রিয়তম জানি' শ্রীভক্তবৎসল।
সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর।।১৩০।।

মহাপ্রভুর 'পুণ্ডরীক-বাপ' বলিয়া সম্বোধনে ভক্তগণের পুণ্ডরীকের পরিচয় লাভ—

'পুণ্ডরীক বাপ' বলি' কান্দেন ঈশ্বর।
"বাপ দেখিলাম আজি নয়নগোচর।।"১৩১।।
তখন সে জানিলেন সর্ব-ভক্তগণ।
বিদ্যানিধি গোসাঞির হৈল আগমন।।১৩২।।
তখন সে হৈল সব বৈষ্ণব-রোদন।
পরম অদ্ভুত—তাহা না যায় বর্ণন।।১৩৩।।

শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী-সভার সদস্যগণ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সেবকগণ ভক্তিসূচক পদবীদ্বারা ভক্তের যে সম্মান নির্দেশ করেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অভক্তগণ যে ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হন, এবং ভক্তাভক্তের পর্যায় ভেদ-নিরূপণে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন, উহাকে অকিঞ্চিৎকর দেখাইবার জন্যই শ্রীগৌরলীলায় পুণ্ডরীক ও গদাধরের এই লীলা প্রদর্শন।।৯৭।।

যেহেতু মুকুন্দ গদাধর পণ্ডিতকে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ভক্তি দর্শন করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন এবং বিদ্যানিধিকে জড়-বিলাস-মত্ত ব্যক্তির আদর্শে দর্শন করিবার অভিনয়ে গদাধর প্রভুর ভ্রান্তি-লীলা-প্রকাশে পুণ্ডরীকের ন্যায় পরমবৈষ্ণবে সাধারণ নরবুদ্ধি প্রকাশিত হওয়ায় যে অপরাধরূপ বিপদ মকুন্দের গানে নিবারিত হইল, তন্নিমিত্ত কৃতজ্ঞ হইয়াই গদাধরের এই উক্তি।

আধ্যক্ষিকগণ বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে না পারিলে তাহাদের প্রতিমুহূর্তেই বিচার-দোষ উপস্থিত হইবে এবং বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ পুঞ্জীভূত হইবে। কিন্তু সুকৃতি থাকিলে বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া বিপথগামী হইতে হয় না। ফল্গুবৈরাগ্যে যুক্তবৈরাগ্যের সুফল নাই, পরন্তু দ্রষ্টার প্রকৃত-দর্শনাভাবে অপরাধ সঞ্চিত হয় মাত্র। চৈতন্যাশ্রিত জনগণ যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের মধ্যে ভেদ বুঝিতে পারেন বলিয়া তাঁহারা জগতের সাধারণ মূর্খ, লুব্ধ জনগণ অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারাই জগতে গুরুর কার্য করিতে সমর্থ। চৈতন্যদেবের আনুগত্যহীন হইয়া প্রপঞ্চ-দর্শনে অনেকেই স্ব-স্ব-মূর্খতাকে বহুমানন করিয়া থাকেন।।৯৯।।

বৈষ্ণবগণ চিরদিনই নির্বিষয়ী। যে-সকল ভাগ্যহীন সত্যদর্শনে বিমুখ, তাহারাই বাহিরের পরিচ্ছদ দেখিয়া বৈষ্ণব-গুরুতে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ে। বিষয়ী রূপ-রসাদি বিষয়-গ্রহণে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু জড়বিষয়বর্জিত ভগবদ্ভক্ত লোকচক্ষে তাদৃশ বিষয়ের গ্রাহক বলিয়া পরিচিত হইলেও তিনি বিষয় হইতে সুদূরে অবস্থিত। ভগবদ্ভক্তের কৃষ্ণই বিষয়; কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রবৃত্তি নাই। সে কথা বিষয়িগণ বুঝিতে না পারিয়া ভক্তগণকে নিজ সমশ্রেণীতে গণনা করেন। আপাত-দর্শনে বৈষ্ণবের বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া বৈষ্ণবকে বিষয়ি-জ্ঞান----অপরাধের কারণ। ছন্নাবতার গৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদগণ অযোগ্য দর্শকদিগের দ্বারা যেরূপভাবে পরিদৃষ্ট হন, তাহাতে প্রাকৃত-সাহজিক-ধর্ম উদ্ভূত হইয়াছে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ অপরাধী ও ভগবদ্ভক্তি-বর্জিত।

বিদ্যানিধি বক্ষে করি' শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেম-জলে সিঞ্চিলেন তাঁর' কলেবর।।১৩৪।।

বিদ্যানিধিকে 'প্রভুপ্রিয়' জানিয়া ভক্তগণের তৎপ্রতি সম্ভ্রম দৃষ্টি—

'প্রিয়তম প্রভুর' জানিয়া ভক্তগণে।
প্রীত, ভয়, আপ্ততা সবার হইল তানে।।১৩৫।।
বক্ষঃ হৈতে বিদ্যানিধি না ছাড়ে ঈশ্বরে।
লীন হৈলা যেন প্রভু তাঁহার শরীরে।।১৩৬।।
প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছেন নিশ্চলে।
তবে প্রভু বাহ্য পাই' ডাকি 'হরি' বলে।।১৩৭।।

পুণ্ডরীককে প্রাপ্ত হওয়ায় মহাপ্রভুর হর্ষভরে বিবিধ উক্তি ও সর্ববৈষ্ণবসহ পুণ্ডরীকের মিলন-সম্পাদন—

''আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছা-সিদ্ধি করিলা আমার।
আজি পাইলাঙ সর্ব-মনোরথ-পার।।''১৩৮।।
সকল বৈষ্ণব-সঙ্গে করিলা মিলন।
পুণ্ডরীক লইয়া সবে করেন কীর্তন।।১৩৯।।
''ইঁহার পদবী—'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি'।
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে গড়িলেন বিধি।।''১৪০।।
এইমত তাঁর গুণ বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে 'হরি' বলে শ্রীভুজ তুলিয়া।।১৪১।।
প্রভু বলে,—''আজি শুভ প্রভাত আমার।
আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার।।১৪২।।
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে।
দেখিলাম 'প্রেমনিধি' সাক্ষাৎ নয়নে।।''১৪৩।।

পুণ্ডরীকের বাহ্যজ্ঞান ও অদ্বৈত, মহাপ্রভু এবং ভক্তগণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন—

শ্রীপ্রেমনিধির আসি' হৈল বাহ্যজ্ঞান।
তখনে সে প্রভু চিনি' করিলা প্রণাম।।১৪৪।।
অদ্বৈতদেবের আগে করি' নমস্কার।
যথাযোগ্য প্রেম-ভক্তি করিলা সবার।।১৪৫।।
পরানন্দ হৈলেন সর্ব ভক্তগণে।
হেন প্রেমনিধি পুণ্ডরীক দরশনে।।১৪৬।।
ক্ষণেকে যে হৈল প্রেম-ভক্তি আবির্ভাব।
তাহা বর্ণিবার পাত্র—ব্যাস মহাভাগ।।১৪৭।।

পুণ্ডরীকের নিকট দীক্ষাগ্রহণার্থ গদাধরের প্রভু-সমীপে অনুমতি প্রার্থনা—

গদাধর আজ্ঞা মাগিলেন প্রভু-স্থানে।
পুণ্ডরীক-মুখে মন্ত্র-গ্রহণ-কারণে।।১৪৮।।
''না জানিয়া উহান অগম্য ব্যবহার।
চিত্তে অবজ্ঞান হইয়াছিল আমার।।১৪৯।।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে মুকুন্দ-কথিত 'বৈষ্ণব'-বুদ্ধি না করিয়া তাঁহার ব্যহ্যানুষ্ঠান ও বিলাস-দ্রব্য-পরিবেষ্টিত অবস্থা দর্শনে 'বিষয়ী' বলিয়া যে বোধ, তাহা অজ্ঞানোত্থ। ইহা জানিয়াই পুণ্ডরীকের নিকট পূতনার কথা গান করা মুকুন্দের প্রয়োজন হইয়াছিল।।১০০-১০১।।

গদাধর বলিলেন,----আমি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে বুঝিতে না পারিয়া ভক্তের চরণে যে অপরাধ করিয়াছি, তুমি (মুকুন্দ) সেই অপরাধসমূহ বিনষ্ট করিবার জন্য আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তাহাতেই আমার চিত্তের মলিনতা বিদূরিত হইয়া তোমার অনুগ্রহ-লাভে যোগ্য হইব।।১০২।।

গদাধর বলিলেন,----সকল কার্যেরই উপদেশ আছে এবং উপদেশকের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে সেই সকল বিষয়ে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। আমি উপদেশকরূপে কাহাকেও স্থির করি নাই বলিয়া আমার এই দুর্গতি ঘটিয়াছিল। আমি সম্প্রতি পুণ্ডরীকেরই আশ্রয় গ্রহণ করিব। তাহা হইলেই আমার তাঁহার চরণে যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা বিনষ্ট হইবে।।১০৪-১০৫।।

দুইপ্রহর অর্থাৎ পনরদণ্ড বা ছয়ঘণ্টা-কাল পুণ্ডরীক বাহ্যসংজ্ঞাহীন হইয়া হরিসেবা করিতেছিলেন। তাঁহার পুনরায় ব্যহ্যদশা লাভ হইলে তিনি স্থির হইতে পরিলেন।।১০৮।।

শৈশবে বৃদ্ধরীত---বালকের স্বভাবে ক্রীড়াসক্তি এবং বৃদ্ধের স্বভাবে অভিজ্ঞতা জনিত চিন্তা-স্রোত। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও বাল্যাবধি বৃদ্ধ ও পৌঢ়ের ন্যায় সমীচীন চিন্তাযুক্ত ছিলেন।।১১৪।।

এতেকে উহান আমি হইবাঙ শিষ্য।
শিষ্য-অপরাধ গুরু ক্ষমিবে অবশ্য।।''১৫০।।

গদাধরের দীক্ষাগ্রহণে মহাপ্রভুর অনুমোদন—

গদাধর-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
''শীঘ্র কর, শীঘ্র কর'' বলিতে লাগিলা।।১৫১।।

পুণ্ডরীকের নিকট গদাধরের দীক্ষাগ্রহণ—

তবে গদাধরদেব প্রেমনিধি-স্থানে।
মন্ত্র-দীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে।।১৫২।।

বিদ্যানিধির অনির্বচনীয় মহিমা—

কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর-শিষ্য যাঁর, ভক্তের সেই সীমা।।১৫৩।।

বিদ্যানিধির আখ্যান-বর্ণনে গ্রন্থকারের তৎকৃপা প্রার্থনা—

কহিলাম কিছু বিদ্যানিধির আখ্যান।
এই মোর কাম্য—যেন দেখা পাঙ তান।।১৫৪।।

পুণ্ডরীক ও গদাধর-পরস্পর যোগ্য গুরু-শিষ্য—

যোগ্য গুরু-শিষ্য—পুণ্ডরীক-গদাধর।
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর।।১৫৫।।

গ্রন্থকার-কর্তৃক পুণ্ডরীক-গদাধরের মিলন উপাখ্যানের ফলশ্রুতি—

পুণ্ডরীক, গদাধর—দুইর মিলন।
যে পড়ে, যে শুনে, তারে মিলে প্রেমধন।।১৫৬।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।১৫৭।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে পুণ্ডরীক-গদাধর-মিলনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।।

প্রত্যেক চান্দ্রমাসে শুক্লা দ্বাদশী হইয়া থাকে। প্রত্যেক তিথিতে ন্যূনাধিক দ্বাদশলগ্ন পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়। যে লগ্ন সর্বসুখফল প্রসব করে, সেই ক্ষণকে নির্দেশ করিবার জন্য 'সর্বশুভলগ্ন' বাক্যের প্রয়োগ হয়।।১১৯।।

মহাপ্রভু বিদ্যানিধিকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলে বিদ্যানিধি তাঁহাকে স্ববক্ষে এরূপ সমাশ্লেষ করিলেন যে, উভয়ের অস্তিত্বে মূর্তিদ্বয়ের সন্ধান পাওয়া গেল না—যেন এক হইয়া গেলেন।।১৩৬।।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃষ্ণের লীলা ও বৈষ্ণবগণের চরিত্র সম্যগ্‌রূপে অঙ্কন করিতে সিদ্ধহস্ত। সেজন্য গ্রন্থকার বলেন যে, তাঁহার সাহিত্য-সম্ভার ও নৈপুণ্য ভগবানের ও ভক্তের চরিত্র-বর্ণনে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ নহে। শ্রীবেদব্যাস—যিনি ঐরূপ বর্ণন-দ্বারা জগৎকে ধন্য করিয়াছেন তিনিই গ্রন্থকারের অসম্পূর্ণতা পূরণ করিতে সমর্থ।।১৭৪।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।